দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ১১-০১-২০২১ (পৃঃ ০১, ০৬)

# খাদ্য সঙ্কটের আশঙ্কা নেই

**ওয়াজেদ হীরা ॥** সম্প্রতি চালের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে খাদ্য সঙ্কটের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। তারা বলছে, দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্য চাহিদা পূরণ করেও আগামী জুন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। চালের দ্বিতীয় প্রধান মৌসুম আমন ধান উঠলেও দাম বৃদ্ধির কারণ খোঁজা হচ্ছে। অতিরিক্ত মজুদের কারণে দাম বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। সরকার চালের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতেও আমদানিসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারের এসব উদ্যোগে চালের দাম কমতে শুরু করেছে।

**● জুন পর্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকবে ৩০ লাখ টন চাল**
**● সরকারের নানা উদ্যোগে দাম কমতে শুরু করেছে**

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে জানা গেছে, দেশে এ বছর
*(৬ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)*

## খাদ্য সঙ্কটের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অতিবৃষ্টিতে পাঁচ-ছয় দফা বন্যায় ৩৫ জেলার আমন ধান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সারাবছরের উৎপাদন ও চাহিদা বিবেচনা করলে দেশে খাদ্য ঘাটতির কোন আশঙ্কা নেই। উপরন্তু আগামী জুন পর্যন্ত দেশের চাহিদা পূরণ করেও কমপক্ষে ৩০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। গত এক মাস ধরে দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চলে জরিপ করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা এই তথ্য বের করেছে। সারাদেশে চালের উৎপাদন কম এবং খাদ্য ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কার কথা যেভাবে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে তা আদৌ ঠিক নয় বলে মনে করছে প্রতিষ্ঠানটি। তাদের গবেষণাটি ইতোমধ্যেই কৃষি মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়, দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটিতেও দেখানো হয়েছে।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর জনকণ্ঠকে বলেন, এ বছর (জুলাই-জুন/২০২০-২১) আউশ, আমন ও বোরো মিলিয়ে মোট চাল উৎপাদন হবে প্রায় ৩৭.৪২ মিলিয়ন টন। আমরা যদি মাথাপিছু দৈনিক চাল গ্রহণের পরিমাণ ৪০৫ গ্রাম এবং মোট উৎপাদনের ২৬ ভাগ নন-হিউম্যান কনসাম্পশন বিবেচনা করি তাহলে মোট ১৬ কোটি ৭০ লাখ মানুষের জন্য জুন ২০২১ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ চালের চাহিদা মিটিয়েও কমপক্ষে ৩০ লাখ টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে। সুতরাং উৎপাদন কম হয়েছে বলে ঘাটতির যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তা ঠিক নয় এবং অভ্যন্তরীণ মজুদ নিয়ে নেতিবাচক খবরে আতঙ্কিত না হয়ে সবাইকে ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা এবং সরকারী পদক্ষেপের প্রতি আস্থা রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। তবে বাজারে চালের দামে যে তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা মনিটরিং এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

গবেষণায় দেশের ১৪টি কৃষি অঞ্চলের সর্বমোট ১৮০০ কৃষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি ৫৬ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও ১১২ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছ থেকে ধানের আবাদ ও বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গবেষণায়

সরাসরি এবং টেলিফোন সাক্ষাতকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এতে এই প্রথম উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য স্যাটেলাইট ইমেজ ব্যবহার করে আমন ধানের আবাদকৃত এলাকার তথ্য বের করা হয়েছে।

**ধান উৎপাদন নির্বিঘ্ন করতে ব্রির সুপারিশ ॥** আগামী বোরো মৌসুমে আবাদ নির্বিঘ্ন করতে কয়েকটি সুপারিশও উত্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা প্রতিবেদনে। ব্রি বলছে, এ বছর যেসব এলাকায় বন্যা হয়েছে, সেসব জায়গায় প্রয়োজনীয় বীজ, চারা ও সারসহ সকল উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্রি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর (ডিএই) ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে (বিএডিসি) সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে কৃষকদের জন্য ধান ও চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কিনতে হবে। চাল আমদানির সিদ্ধান্ত যৌক্তিকতা বিবেচনা করে নিতে হবে। বছর বছর বন্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোর খাল ও নালা খনন ও পুনঃখনন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সারাবছর ধানের আবাদ এলাকায় সেচ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখতে হবে। সেচ প্রকল্পগুলো সঠিক সময়ে চালু করা এবং মৌসুমব্যাপী কার্যকরের ব্যবস্থা করতে হবে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে যৌক্তিকভাবে ধানের আবাদ এলাকা নির্ধারণ করতে হবে। বোরো আবাদে বীজ, সার ও যান্ত্রিকীকরণে প্রণোদনা অব্যাহত রাখতে হবে। ধান কাটা এবং পরবর্তীতে সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি আমন ধান কেনা বাড়াতে হবে। ধান ও চাল সংগ্রহ কার্যক্রমকে আরাও গতিশীল ও কৃষকবান্ধব করতে হবে। ধান কাটার পর দুই মাস কোন ধরনের চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না, এক্ষেত্রে বাজার পঞ্জিকা অনুসরণ করা প্রয়োজন। দেশে অভ্যন্তরীণ চালের চাহিদা, যোগান ও মজুদ পরিস্থিতির সামগ্রিক তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সহজপ্রাপ্য করতে হবে।

**মজুদদারিকেই কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে ॥** দেশে চালের বাজার অস্থির হওয়ার পেছনে ব্যবসায়ীদের অতিমুনাফার লোভ দায়ী বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা অন্যদিকে ভোক্তা ও সাধারণ মানুষ মনে করছে, সরকারের সঠিক মনিটরিংয়ের ঘাটতিও রয়েছে। চালের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে ধানের দাম বেশির অজুহাত দিচ্ছেন ধান-চালে র আড়তদার, ব্যবসায়ী ও মিল মালিকরা। কৃষি সম্প্রসারণ ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাঠ ফসলের তথ্য বলছে, গত অর্থবছর (২০১৯-২০) আউশ, আমন ও বোরো তিন মৌসুমে যে ধান উৎপাদন হয়েছে তা থেকে চাল উৎপাদন হয়েছে তিন কোটি ৮৬ লাখ মেট্রিক টন। ওই বছর দেশের চাল উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল তিন কোটি ৮৭ লাখ টন। আর সর্বশেষ ধানের মৌসুম ছিল গত মে-জুনে বোরোর। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্য মতে, ওই মৌসুমে দেশে চাল উৎপাদন ছিল দুই কোটি এক লাখ টনের ওপরে। এ সময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল দুই কোটি চার লাখ টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ জনকণ্ঠকে বলেন, গত বোরো মৌসুমে ধান উৎপাদন ছিল আশানুরূপ। চলতি আমনে কয়েক দফা বন্যার পরও ধানের উৎপাদন বেশ ভাল হয়েছে। চলতি আমন মৌসুমে উৎপাদন লক্ষ্য ধরা হয়েছে এক কোটি ৫৬ লাখ টন। এতে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আড়াই থেকে তিন লাখ টন ধান কম উৎপাদন হতে পারে। তবে সেটার প্রভাব এখন পড়ার কথা নয়। আমনের আবাদ জুলাইতে শুরু হয়ে কাটা শেষ হয় ডিসেম্বরে।

**মিল মালিকদের ধান মজুদের ক্ষমতা কমল ॥** কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল চালকল (মিল) মালিকদের ধান মজুদের ক্ষমতা কমানোর বিষয়টি নিয়ে। অতিরিক্ত মজুদের কারণে দাম বেড়েছে বলেও অনেকে মনে করছিল। এ প্রেক্ষাপটে পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে সংশোধিত আদেশ জারি করা হয়েছে। কি পরিমাণ খাদ্যশস্য বা খাদ্যসামগ্রী (চাল, ধান, গম, চিনি, ভোজ্য তেল, ডাল) কতদিন মজুদ করা যাবে তা নির্ধারণ করে ১৯৫৬ সালের কন্ট্রোল অব এসেনশিয়াল কমোডিটি এ্যাক্ট-এর অধীনে ২০১১ সালের ৪ মে একটি আদেশ জারি করা হয়। আদেশ অনুযায়ী, চালকল মালিক পর্যায়ে অটোমেটিক, মেজর ও হাসকিং চালকলের ক্ষেত্রে পাক্ষিক (১৫ দিনে) ছাঁটাই ক্ষমতার ৫ গুণ ধান ৩০ দিন পর্যন্ত মজুদ করা যেত। এখন সংশোধিত আদেশ অনুযায়ী, অটোমেটিক, মেজর ও হাসকিং চালকলের ক্ষেত্রে দৈনিক ৮ ঘণ্টা হিসেবে পাক্ষিক ছাঁটাই ক্ষমতার ৩ গুণ ধান ৩০ দিন পর্যন্ত মজুদ করা যাবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের একাধিক কর্মকর্তারা বলছেন, আমনের ভর মৌসুম হলেও ধানের দাম বেশি, এর প্রভাবে পড়ছে চালে।

**সরকারের উদ্যোগও আছে ॥** সরকার চাল আমদানিতে বাড়তি জোর দিচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে দেড় লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানির চুক্তি হয়। আরও দেড় লাখ টন আমদানির বিষয়টি আগে থেকেই প্রক্রিয়াধীন ছিল, যার বড় অংশও ভারত থেকে আসছে। ভারতীয় চালের দাম পড়ছে প্রতিকেজি ৩৩ থেকে ৩৫ টাকা। ২০১৯ সালের মে মাসে চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্ক বাড়ানো হয়। এখন আবার কমানোর বিষয়টি নিয়ে ভাবছে বলে জানা গেছে। কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, চালকল মালিকরা (মিলার) নানা কারসাজি করে বাজারে চালের দাম বাড়িয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, আমরা উদ্যোগ নিয়েছে ভারত থেকে এবং অন্যান্য দেশ থেকে চাল আনার। ২৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে বিদেশ থেকে চাল আমদানি করা যাবে। সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এতটা চালের ঘাটতি আমাদের নেই। কিন্তু এ সুযোগে মিলাররা নানা রকম কারসাজি করে চালের দাম বাড়ানোর চেষ্টা করছে। তবে, যেটুকু ঘাটতি রয়েছে তা মেটাতে সরকারের পূর্ণ উদ্যোগ ও প্রস্তুতি রয়েছে। কৃষিমন্ত্রী জানান, আমনের এই ভরা মৌসুমেও চালের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণেই সরকার আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে ধানের ভাল দাম পেয়ে কৃষকও লাভবান হয়েছেন। আমরা আগামী বোরোতেও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছি।